أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ঝ)

www.motaher21.net

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبٰطِلِ

তোমরা অন্যায় ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করো না।

Eat up not one another's property unjustly.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৮৮

وَ لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।

১৮৮ নং আয়াতের তাফসীর:

ঘুষ নেয়া নিষেধ এবং ইহা জঘন্য অপরাধ বা পাপ

‘আলী ইবনু তালহা (রাঃ) একটি সূত্রে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যার নিকট অপরের ধন-সম্পদ রয়েছে এবং ঐ হকদার ব্যক্তির নিকট কোন প্রমাণ নেই। তখন ঐ লোকটি অস্বীকার করে বিচারকের নিকট গিয়ে নিজেকে নির্দোষ রূপে সাব্যস্ত করছে, অথচ সে জানে যে, ঐ দাবীদারের মাল তার নিকট রয়েছে। সুতরাং হারাম খাচ্ছে এবং নিজেকে পাপী দের অন্তর্ভুক্ত করেছে। (তাফসীর তাবারী ৩/৫৫০) মুজাহিদ (রহঃ) , সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ) এবং ‘আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) -ও এই কথাই বলেন যে, ঐ ব্যক্তি যে অত্যাচারী এটা সে নিজে জানা সত্ত্বেও তার মোটেও বিবাদ করা উচিত নয়। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯৩, ৩৯৪, তাফসীর তাবারী ৩/৫৫০/৫৫১)

কোন বিচারকের বিচারের ফলে নিষিদ্ধ বিষয় জায়িয হয় না

উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَر، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخِصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا.

‘আমি একজন মানুষ। লোকেরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। সম্ভবত একজন অপরজন অপেক্ষা বেশি যুক্তিবাদী। তার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি হয়তো তারই স্বপক্ষে ফায়সালা করে থাকি অথচ ফায়সালা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। তবে জেনে রেখো, যে ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ফায়সালা করার ফলে কোন মুসলিমের হক আমি তাকে দিয়ে দেই, এটা হচ্ছে আগুনের টুকরা। সুতরাং সে যেন এটা না নেয়।’ (সহীহুল বুখারী-৫/৩৪০/২৬৮০, ১১/৩৫৫/৬৯৬৭, ১৩/১৬৮/৭১৬৯, ফাতহুল বারী -১৩/১৯০, সহীহ মুসলিম ৩/১৩৭৩) অতএব অত্র আয়াত এবং এই হাদীস এই বিষয়ের ওপর দলীল যে, বিচারকের বিচার কোন মামলার মূল শারী ‘আতকে পরিবর্তন করে না। প্রকৃত পক্ষে যা হারাম তা কাযীর ফায়সালায় হালাল হয়ে যায় না এবং হালালও হারাম হয় না।

কাযী বা বিচারকের ফায়সালা শুধুমাত্র বাহ্যিকের ওপর হয়ে থাকে, অভ্যন্তরে তা পূরণ হয় না। বিচারকের ফায়সালা যদি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে মিলে যায় তাহলে তো ভালোই। সাক্ষীর কারণে বিচার ভিন্নতর হলে বিচারক তো প্রতিদান পেয়ে যাবেন, কিন্তু এই মীমাংসার ওপর ভিত্তি করে হককে না হক এবং না হককে হকে পরিণতকারী সাক্ষ্যদানকারী মহান আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধী বলে বিবেচিত হবে এবং তার ওপর ঐ শাস্তি আপতিত হবে। বলা হয়েছেঃ

﴿وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

‘তোমরা নিজেদের দাবীর অসারতা জেনে শুনে জনগণের মাল ভক্ষণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে এবং মিথ্যা সাক্ষী ঠিক করে অবৈধ পন্থার মাধ্যমে বিচারককে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের দাবীকে সাব্যস্ত করো না।’

কাতাদাহ (রহঃ) বলেনঃ ‘হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখো, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হারামকে হালাল এবং অন্যায়কে ন্যায় করতে পারে না। কাযী তো নিজের বিবেকের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে বাহ্যিক ব্যবস্থা দেখে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। তাছাড়া তিনি তো মানুষ, সুতরাং তার দ্বারা ভুল হওয়াও সম্ভব এবং তার ভুল থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব। তাহলে জেনে নাও যে, বিচারকের ফায়সালা যদি সত্য ঘটনার উল্টা হয় তাহলে শুধুমাত্র বিচারকের মীমাংসা বলেই একে বৈধ মাল মনে করো না। এই বিবাদ থেকেই গেলো। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ দু’ জনকেই একত্রিত করবেন এবং অন্যায়কারীদের ওপর হকদারদেরকে বিজয়ী করে তাদের হক অন্যায়কারীদের নিকট হতে আদায় করিয়ে দিবেন এবং দুনিয়ায় যে মীমাংসা করা হয়েছিলো তার বিপরীত মীমাংসা করে তার সাওয়াবসমূহ হতে হকদারকে তার বিনিময় দিয়ে দিবেন। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৩/৫৪৫/২০৭৩)

এই আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করো না। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই যখন জানো এগুলো অন্যের সম্পদ তখন শুধুমাত্র তার কাছে তার সম্পদের মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে অথবা একটু এদিক সেদিক করে কোন প্রকারে প্যাঁচে ফেলে তার সম্পদ তোমরা গ্রাস করতে পারো বলে তার মামলা আদালতে নিয়ে যেয়ো না। মামলার ধারা বিবরণী শোনার পর হয়তো তারই ভিত্তিতে আদালত তোমাকে ঐ সম্পদ দান করতে পারে। কিন্তু বিচারকের এ ধরনের ফায়সালা হবে আসলে সাজানো মামলার নকল দলিলপত্র দ্বারা প্রতারিত হবার ফলশ্রুতি। তাই আদালত থেকে ঐ সম্পদ বা সম্পত্তির বৈধ মালিকানা অধিকার লাভ করার পরও প্রকৃতপক্ষে তুমি তার বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহর কাছে তা তোমার জন্য হারামই থাকবে।

হাদীসে বিবৃত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেনঃ انما انا بشر وانتم تختصمون الى ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع منه- فمن قضيت له بشئ من حق اخيه فانما اقضى له قطعة من النار “আমি তো একজন মানুষ। হতে পারে, তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে। এক্ষেত্রে দেখা গেলো তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের তুলনায় বেশী বাকপটু এবং তাদের যুক্তি-আলোচনা শুনে আমি তাদের পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার ভাইয়ের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ করো, তাহলে, আসলে তুমি দোজখের একটি টুকরা লাভ করলে।”

অত্র আয়াতে মানুষের স□পদে স্বতন্ত্র অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একজন মানুষ অন্যায়ভাবে যেমন মিথ্যা শপথ, ডাকাতি, চুরি, ঘুষ নিয়ে ও সুদ খেয়ে অন্যের সম্পদ হরণ করবে তা হারাম।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে বলেন, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের মান-সম্মান, রক্ত, সম্পদ সব কিছু হারাম। (সহীহ বুখারী হা: ৬৮, সহীহ মুসলিম হা:১৬৭৯)

হাফেয ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন: এখানে ঐ সব ব্যক্তিদের আলোচনা করা হচ্ছে, যাদের কাছে অপরের কোন প্রাপ্য থাকে কিন্তু প্রাপকের নিকট তার প্রাপ্য অধিকারের কোন প্রমাণ থাকে না, ফলে এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সে আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিচারকের মাধ্যমে নিজের পক্ষে ফায়সালা করিয়ে নেয় এবং এভাবে সে প্রাপকের অধিকার হরণ করে। এটা জুলুম ও হারাম। আদালতের ফায়সালা জুলুম ও হারামকে বৈধ ও হালাল করে দিতে পারে না। আদালত কেবল বাহ্যিক দিক অবলোকন করে বিচার করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি একজন মানুষ। লোকজন আমার নিকট বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে। স্বভাবত একজন অপরজন অপেক্ষা বেশি যুক্তিতর্কে পারদর্শী হয়ে থাকে। তার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি হয়তো তারই পক্ষে ফায়সালা দিয়ে থাকি (অথচ প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত)। তবে জেনে রেখ: যে ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ফায়সালা দেয়ার ফলে কোন মুসলিমের হক আমি তাকে দিয়ে দেই, ওটা হবে তার জন্য জাহান্নামের আগুনের টুকরা। অতএব সেটা সে গ্রহণ করবে বা ছেড়ে দেবে। (সহীহ বুখারী হা: ২৬৮০)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন: হে আদম সন্তান! জেনে রেখ, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হারামকে হালাল এবং অন্যায়কে ন্যায় করে দিতে পারে না। বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করে। তাছাড়া তিনি মানুষ, তার দ্বারা ভুল হওয়াও সম্ভব। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়তের তাফসীর)

অতএব এরূপ ধোঁকাবাজী ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ ভোগ করলে এর বিনিময়ে তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অন্যায়ভাবে মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ হরণ করা হারাম।

২. বিচার-ফায়সালায় অন্যায়ভাবে রায় প্রকাশে ঘুষ দেয়া ও নেয়া উভয়ই হারাম।

৩. বিচারক অজান্তে কারো জিনিস অন্যকে দিয়ে দিলেই হালাল হয়ে যাবে না।

৪. কোন মানুষ এমন কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও মানুষের অন্তরের খবর জানেন না। বরং প্রকৃতপক্ষে শুধু আল্লাহ তা ‘আলাই সকলের অন্তরের খবর জানেন।